সাহরাস্তিতে ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব অব্যাহত অবরুদ্ধ এলাকা পুরুষশূন্য, পুলিশ মোতায়েন

ফারুক আহম্মদ, চাঁদপুর থেকে : বিএনপি ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের অব্যাহত তাণ্ডবে সাহরাস্তি এখন অবরুদ্ধ। সন্ত্রাসীরা কয়েক দফায় হামলা করে আওয়ামী লীগ সমর্থক ৪ জনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম ও ৩ জনকে পিটিয়ে আধমরা করেছে। মালামাল ও কয়েক লাখ টাকা লুটসহ ১০টি দোকান, ৩টি ক্লাবঘর ভাঙচুর করেছে। পুড়িয়েছে ১টি ক্লাবঘর। ক্ষতিসাধন করেছে লাখ লাখ টাকার সম্পদ। এরপরও সন্ত্রাসীরা ক্ষান্ত হয়নি। ক্ষমতা ও স্থানীয় এমপির দাপটে তারা পুরো থানা পুলিশকে তাদের সকল কাজে ব্যবহার করছে। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়ি বাড়ি হানা দিচ্ছে। পুলিশের সামনেই আওয়ামী লীগ সমর্থক ধরে ধরে পেটাচ্ছে। অসহায় লোকজন পুলিশি হয়রানি ও সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্যাতিতরা থানায় মামলা দিতে গেলে পুলিশ কোনো মামলাই নেয়নি। অবশেষে তারা কোর্টে দুটি মামলা ও জেলা প্রশাসক বরাবর বিচার চেয়ে একটি এজাহার দায়ের করেছে। তারপরও পুলিশ বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করছে না। বরং বিএনপি সন্ত্রাসীরা নির্যাতিতদের বিরুদ্ধে ৩টি মামলা দায়ের করে উল্টো ধরপাকড় করিয়েছে ৪ আওয়ামী লীগ সমর্থককে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, থানা পুলিশ ক্ষমতাসীনদের ভয়ের কারণেই আওয়ামী লীগের দায়ের করা মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করছে না— নিরপেক্ষ রিপোর্টও আদালতে দিচ্ছে না। এলাকাবাসীর পৃথক পৃথক অভিযোগে জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় পালন করায় রাগৈ বাজারে সাকেয়াত, খোরশেদ ও স্বপনকে কুপিয়েছে। ভাঙচুর করেছে রাগৈ উত্তর বাজারের ছাত্রলীগের ক্লাবঘর। ওইদিনই মোমবাড়ীর সামনে আওয়ামী লীগের ক্লাবঘরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলাই নেয়নি। পরে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। কোর্ট থানায় মামলা পাঠিয়ে আসামি ধরে রিপোর্ট পাঠাতে বললেও থানা পুলিশ তা মীমাংসার চেষ্টায় গ্রাম্য সালিশ বসায়। এতে আসামি ও বাদী পক্ষের ওপর জরিমানা ধার্য করা হয়। ফলে আসামিরা ক্ষীপ্ত হয়ে সালিস উপেক্ষা করে ওইদিনই রাগৈ দক্ষিণ বাজারে ঢাকা-৪-৪৮৫৮ একটি প্রাইভেট কার ভাঙচুর করে। থানায় জিডি হলেও পুলিশ আসামি ধরছে না। তাতেও সন্ত্রাসীরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা রাগৈ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বিচারের প্রধান সালিস আহম্মদ হোসেনের রায়ের প্রতিবাদে স্কুলের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে এবং আসবাবপত্র পোড়ায়। আসার সময় দেয়ালে ঐ শিক্ষকের নামে অশোভন উক্তি লিখে দেয়। এ ব্যাপারে তিনি সন্ত্রাসীদের ভয়ে মুখ খুলছেন না।

এদিকে শোরসাকের উত্তর দিকে একটি আওয়ামী লীগ ক্লাব ভেঙে উপড়ে পানিতে ফেলে দেয় সন্ত্রাসীরা। শোরসাক ধোয়া বাড়িতে চালানো হয় হামলা ও নির্যাতন। শোরসাক বাজারে এক আওয়ামী সমর্থকের চোখ তুলে নেওয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি শোরসাক স্কুলের শহীদ মিনারে ফুল দিতে গেলে সাগর, ছালে আহম্মদসহ প্রভাত ফেরিতে আসা লোকজনকে বাধা দেয়। ওইদিন সন্ধ্যায় নূরে আলম নামে এক ছাত্রলীগ সমর্থক বাজার করতে আসলে সন্ত্রাসীরা তাকে বেধড়ক পিটিয়ে বাজার ছাড়া করে। তাকে পেটাতে দেখে বাজারে বাজার করতে আসা অন্যান্য লোকজন বাজার না করেই ভয়ে পালিয়ে যায়। বাজার জনশূন্য হলে সন্ত্রাসীরা শুরু করে ঈদ বকশিশের নামে বেপরোয়া চাঁদা আদায়। যারা চাঁদা দিতে পারেনি তাদের দোকানে চালায় লুট ও ভাঙচুরের বীভৎস লীলা।

দোকানিরা জানায়, প্রথমে শোরসাক উত্তর বাজার থেকে সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর শুরু করে। প্রথমে মাছ বাজার, আঁচা বাজার ও ফলের দোকানের মালামাল ভাঙচুর করে এবং এলোপাতাড়ি রাস্তায় ছুড়ে মারে। পরে অনীল চন্দ্র শীলের (চোঙ্গর) সেলুনের লুকিং গ্লাস ভাঙচুরসহ ক্যাশ লুট করে নেয়। গরিব হিন্দু অনীলের জোর বিলাপেও তাদের মন গলেনি। তারপর কৃষ্ণার লন্ড্রির মালামাল লুট হয়। ডা. সেলিমের চাঁদপুরীশাহ ওষুধালয়, শিমু বাবুর হোমিও হল, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ডা. জয়নাল আবেদীনের ওষুধ ফার্মেসি, শাহ টেলিকম, শহীদুল্লা পাটোয়ারীর বৃহদাকারের মনোহারী দোকান, বজ্র দরবার হোটেল ও যুবলীগ নেতা রেদওয়ান হোসেন সেবুর রোমানা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপেও ভাঙচুরসহ ক্যাশবাক্স লুটে নেয়। ওই সময় সেবুর দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতা শরীফকে ধরে সন্ত্রাসীরা পায়ের রগ কেটে পায়ের হাড়চাপাতি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে পঙ্গু করে দেয়। তিনি এখন পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

২৬ ফেব্রুয়ারি চেড়িয়ারার মামুন বিএসসির বড়ো ছেলে বাপ্পীকে ধরে বেধড়ক পেটায় তার সঙ্গীদের ৩ ঘণ্টা ধরে বেঁধে রাখে। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাগৈ উত্তর নোয়াবাড়ীর সাকেয়াতের সেচ প্রকল্পের ঘর গুঁড়িয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। সাকেয়াতের আওতাধীন থাকা শত শত কৃষক আবাদি জমি নিয়ে এখন হতাশার প্রহর গুনছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি কৃষক লীগ নেতা সিরাজুল ইসলামকে রাগৈ দক্ষিণ বাজারে ধরে পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দেয়। তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ২ মার্চ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসীরা হানা দেয় ছাত্রলীগ স্থানীয় সভাপতি সরোয়ার হোসেন জুয়েল ও ছাত্রলীগ নেতা সুমনের বাড়িতে। ৩ মার্চ রাগৈ সরদার বাড়ির হীরু নামের এক ছেলেকে ইচ্ছামতো পেটায়। ওইদিনই রাগৈ পালের বাড়িতে এক গৃহবধূকে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা চালালে আশপাশের মহিলাদের সহায়তায় তারা ব্যর্থ হয়।

শেষ খবরে জানা গেছে, রাগৈ, কেশরাঙ্গা, শোরসাক, চেড়িয়ারা, হাড়ইরপাড়া এলাকার রাস্তায় দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিএনপি ক্যাডাররা এখনো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের খুঁজছে। তাদের ভয়ে বাকি সব নিরীহ ও আওয়ামী লীগ সমর্থক পুরুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাগৈ এলাকায় সিদ্দিক, বতু, বকুন, ছোবাহানের নেতৃত্বে ছালে আহম্মদ ও শাহআলম, আজগর, সোহাগ, মনির এবং শোরসাক এলাকায় তোফাজ্জল হোসেন মিঠু, নুরু মোহাম্মদ, মান্নান কেরানী, শাহজাহান মজুমদার গংদের লালিত সন্ত্রাসী হেলাল, বাচ্চু, হারুন, কামরুল, ছালে আহম্মদ মনির, হাবেজ, দুলাল এলাকায় এ ধরনের সন্ত্রাসী তাণ্ডবের বীভৎস লীলার জন্ম দিয়েছে।

অন্যদিকে বাজারে ভাঙচুর ও লুট করে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সন্ত্রাসীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষে সোহাগ ও ছালে আমহদ আহত হলেও তারাই এটাকে আবার রাজনৈতিক রূপ দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এলাকায় এ ধরনের দফায় দফায় হামলা, লুট, ভাঙচুরের ঘটনার জন্য অনেকেই থানা পুলিশের ব্যর্থতা, অদূরদর্শিতা এবং একচোখা নীতিকে দায়ী করেছেন।

MAR 1 1 2002